বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩০ ধারা মোতাবেক

ডিক্রীজারী কেন হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর নোটিশ

মোকামঃ বিজ্ঞ অর্থঋণ আদালত নং-৪, ঢাকা।

অর্থজারী মোকদ্দমা নং-২৬২/২০২০

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, কলাবাগান শাখা, ঢাকা, পক্ষে-ব্যবস্থাপক, যাহার প্রধান কার্যালয়-**উত্তরা ব্যাংক ভবন, ৪৭, বীর উত্তম শহিদ আসফাকুস সামাদ সড়ক (সাবেক ৯০ মতিঝিল বা/এ) ঢাকায়** অবস্থিত। ..ডিক্রীদার।

বনাম

১। **মেসার্স এস.এম. টেক্সটাইল,** প্রোপ্রাইটর-মোঃ শাহ আলম, সাং- আটপাইকা, পোঃ বালুসাইর মাধবদি, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। ২। **মোঃ শাহ আলম,** ৩। **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,** ৪। **মোঃ আলমগীর আলম,** সর্ব পিতা-মৃত সুবেদ আলী, সকলেই জামিনদার-**মেসার্স এস.এম, টেক্সটাইল,** সর্ব সাং- আনন্দী, পোঃ মাধবদী, থানা-নরসিংদী সদর, জেলা- নরসিংদী। হাল সাং- বাড়ী নং-২২, ফ্ল্যাট নং-২, মাছুম ভিলা, শেখ ফজলুর রহমান রোড, শাহজাদপুর, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা। .....**দায়িকগণ**।

এতদ্বারা আপনি/আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, ডিক্রিদার উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড থেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করিয়া কৌশলে/আড়ালে থাকিয়া ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের কার্যক্রম বিলম্বিত করিতেছেন। তাই আপনি/আপনাদেরকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ব্যাংক আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে **২০/০৫/২০২০ইং** তারিখ পর্যন্ত পাওনা **৫,৫৪,৯৭,১৪০.৯৫ (পাঁচ কোটি-চুয়ান্ন লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত চল্লিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা)** টাকা মাত্র মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী মুনাফা আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা ঢাকার ৪র্থ অর্থঋণ আদালতে দায়ের করেছে।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনি/আপনাদের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তা আগামী **০১/১১/২০২০ ইং** তারিখের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া লিখিত আকারে আদালত চলাকালীন সময়ে ঢাকার ৪র্থ অর্থঋণ আদালতে দাখিল করিবেন। নতুবা আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

অদ্য **ইং ২২/০৯/২০২০** তারিখ আদালতের সীলমোহর মতে দেওয়া গেল।

আদেশক্রমে
সেরেস্তাদার
অর্থঋণ আদালত নং-৪, ঢাকা।